নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হিজরতকালের কিছু ঘটনা (بعض الواقعاة في طريق الهجرة)

(১) আবুবকর (রাঃ)-এর তাওরিয়া অবলম্বন(**إتخاذ التورية لأبى بكر**) : যাত্রাবস্থায় আবুবকর (রাঃ) সর্বদা সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে বসতেন। কেননা আবুবকরের মধ্যে বার্ধক্যের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা-ছূরতে তখনো চাকচিক্য বজায় ছিল। তাই রাস্তায় লোকেরা কিছু জিজ্ঞেস করলে মুরববী ভেবে আবুবকরকেই করতো। সামনের লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলতেন,هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِى السَّبِيلَ ‘এ ব্যক্তি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন’ (বুখারী হা/৩৯১১)। এর দ্বারা তিনি হেদায়াতের পথ বুঝাতেন। কিন্তু লোকেরা ভাবত রাস্তা দেখানো কোন লোক হবে। এর মাধ্যমে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচয় গোপন করতেন। আরবী অলংকার শাস্ত্রে এই দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে ‘তাওরিয়া’ (التَّوْرِيَةَ) বলা হয়। যাতে একদিকে সত্য বলা হয়। অন্যদিকে শ্রোতাকেও বুঝানো যায়।

(২) উম্মে মা‘বাদের তাঁবুতে(**فى خيمة أم معبد**) : খোযা‘আহ গোত্রের খ্যাতনাম্নী অতিথিপরায়ণ মহিলা উম্মে মা‘বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানাহারের কিছু আছে কি? ঐ মহিলার অভ্যাস ছিল তাঁবুর বাইরে বসে থাকতেন মেহমানের অপেক্ষায়। মেহমান পেলে তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না। কিন্তু এইদিন এমন হয়েছিল যে, বাড়ীতে পানাহারের মত কিছুই ছিল না। ঐ সময়টা ছিল ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সময়। বকরীগুলো সব মাঠে নিয়ে গেছেন স্বামী আবু মা‘বাদ। একটা কৃশ দুর্বল বকরী যে মাঠে যাওয়ার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, সেটা তাঁবুর এক কোণে বাঁধা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটাকে দোহন করার অনুমতি চাইলেন। উম্মে মা‘বাদ বললেন, ওর পালানে কিছু থাকলে তো আমিই আপনাদের দোহন করে দিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বকরীটির বাঁটে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে হাত রাখলেন ও বরকতের দো‘আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছায় বকরীটির পালান দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি দোহন করতে থাকলেন। তাতে দ্রুত পাত্র পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথমে বাড়ীওয়ালী উম্মে মা‘বাদকে পান করালেন। তারপর সাথীদের এবং সবশেষে তিনি নিজে পান করলেন। এরপরে এক পাত্র পূর্ণ করে উম্মে মা‘বাদের কাছে রেখে তাঁরা পুনরায় যাত্রা করলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আবু মা‘বাদ বাড়ীতে ফিরে সব ঘটনা শুনে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন- وَاللهِ هَذَا صَاحِبُ قُرَيْشٍ ... لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ وَلأَفْعَلَنَّ إِنْ وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيْلاً ‘আল্লাহর কসম! ইনিই কুরায়েশদের সেই মহান ব্যক্তি হবেন। যার সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা বলে থাকে। ... আমার দৃঢ় ইচ্ছা আমি তাঁর সাহচর্য লাভ করি এবং সুযোগ পেলে আমি তা অবশ্যই করব’।

আসমা বিনতে আবু বকর বলেন, আমরা জানতাম না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন পথে ইয়াছরিব গমন করেছেন। কিন্তু দেখা গেল যে, হঠাৎ মক্কার নিম্নভূমি থেকে জনৈক অদৃশ্য ব্যক্তি একটি কবিতা পাঠ করতে করতে এল এবং মানুষ তার পিছে পিছে চলছিল। তারা সবাই তার কবিতা শুনছিল। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। এভাবে কবিতা বলতে বলতে মক্কার উচ্চভূমি দিয়ে আওয়াযটি বেরিয়ে চলে গেল। আর বারবার শোনা যাচ্ছিল لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ

مَعَنَا ‘চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’। সেই সাথে পঠিত পাঁচ লাইন কবিতা শুনে আমরা বুঝেছিলাম যে, তিনি উম্মে মা‘বাদের তাঁবুতে অবতরণ করে ঐ পথ ধরে ইয়াছরিব গিয়েছেন। উক্ত বার্তায় কয়েক লাইন কবিতার প্রথম দু’টি লাইন ছিল নিম্নরূপ।-

جَزَى اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ + رَفِيقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ

هُمَا نَزَلاَ بِالْبِرِّ وَارْتَحَلاَ بِه + وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ

‘আরশের মালিক আল্লাহ তার সর্বোত্তম বদলা দান করেছেন তাঁর দুই বন্ধুকে, যারা উম্মে মা‘বাদের দুই তাঁবুতে অবতরণ করেছেন’।

‘তারা কল্যাণের সাথে অবতরণ করেছেন এবং কল্যাণের সাথে গমন করেছেন। তিনি সফলকাম হয়েছেন যিনি মুহাম্মাদের বন্ধু হয়েছেন’।[1] মূলতঃ আবুবকর পরিবারকে দুশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এলাহী বেতার বার্তা স্বরূপ। উম্মে মা‘বাদের তাঁবুতে অবতরণের ঘটনাটি ছিল সফরের দ্বিতীয় দিনের (আর-রাহীক্ব ১৭০ পৃঃ)।

(৩) সুরাক্বা বিন মালেকের পশ্চাদ্ধাবন **(سراقة في أثر الرسول صـ) :** বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু‘শুম আল-মুদলেজী জনৈক ব্যক্তির কাছে মুহাম্মাদ গমনের সংবাদ শুনে পুরস্কারের লোভে দ্রুতগামী ঘোড়া ও তীর-ধনুক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর পিছে ধাওয়া করল। কিন্তু কাছে যেতেই ঘোড়ার পা দেবে গিয়ে সে চলন্ত ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল। তখন তীর ছুঁড়তে গিয়ে তার পসন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদী কাফেলা অনেক দূরে চলে গেল। সে পুনরায় ঘোড়া ছুটালো। কিন্তু এবারও একই অবস্থা হ’ল। কাছে পৌঁছতেই ঘোড়ার পা পেট পর্যন্ত মাটিতে এমনভাবে দেবে গেল যে, তা আর উঠাতে পারে না। আবার সে তীর বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু আগের মতই ব্যর্থ হ’ল। তার পসন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। তখনই তার মনে ভয় উপস্থিত হ’ল এবং এ বিশ্বাস দৃঢ় হ’ল যে, মুহাম্মাদকে নাগালে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। এ আহবান শুনে মুহাম্মাদী কাফেলা থেমে গেল। সে কাছে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে কিছু খাদ্য-সামগ্রী ও আসবাবপত্র দিতে চাইল। রাসূল (ছাঃ) কিছুই গ্রহণ করলেন না। সুরাক্বা বলল, আমাকে একটি ‘নিরাপত্তা নামা’(كِتَابُ أَمْنٍ) লিখে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে ‘আমের বিন ফুহায়রা একটি চামড়ার উপরে তা লিখে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর রওয়ানা হ’লেন।[2] লাভ হ’ল এই যে, ফেরার পথে সুরাক্বা অন্যান্যদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছু নিয়েছিল। এভাবে দিনের প্রথম ভাগে যে ছিল রক্ত পিপাসু দুশমন, দিনের শেষভাগে সেই হ’ল দেহরক্ষী বন্ধু।

বারা বিন ‘আযেব (রাঃ) স্বীয় পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, একদিন আমি আবুবকরকে জিজ্ঞেস করলাম, হিজরতের রাতে আপনারা কিভাবে সফর করেছিলেন, আমাকে একটু বলুন। তখন তিনি বললেন, আমরা সারা রাত চলে পরদিন দুপুরে জনমানবহীন রাস্তার পাশে একটা লম্বা ও বড় পাথরের ছায়ায় রাসূল (ছাঃ)-কে শুইয়ে দিলাম। অতঃপর আমি চারিদিকে দেখতে লাগলাম। এমন সময় একটি মেষপাল আসতে দেখলাম। আমি মেষপালককে বললে সে দুগ্ধ দোহন করে দিল। অতঃপর আমরা উভয়ে দুধ পান করে তৃপ্ত হ’লাম। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে আমরা রওয়ানা হ’লাম। ইতিমধ্যে দূর থেকে দেখলাম সুরাক্বা বিন মালেক আমাদের পিছু নিয়েছে। তখন আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ‘চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’। অতঃপর কাছে আসতেই তার ঘোড়া পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে দেবে গেল। সে

বলল, আমি দেখলাম তোমরা আমার বিরুদ্ধে বদ দো'আ করেছ। এক্ষণে আমার জন্য দো'আ কর। আমি তোমাদের পক্ষে শত্রুদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন এবং সে মুক্তি পেল। অতঃপর সে ফিরে যাওয়ার পথে পিছু ধাওয়াকারী লোকদের বলতে থাকে যে, 'আমি তাকে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব তোমরাও ফিরে চল। এভাবে সে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়'।[3] এতে বুঝা যায় যে, উক্ত সান্ত্বনা বাক্যটি কেবল ছওর গিরিগুহায় নয়, অন্যত্র সংকট কালেও তিনি বলেছেন। ছওর গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার তৃতীয় দিনে ঘটনাটি ঘটেছিল।

(৪) যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামের সাথে সাক্ষাৎ(**لقاء الزبير مع الرسول صــ**) : পরবর্তী পর্যায়ে ছাহাবী যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে ইয়াছরিব ফিরছিলেন। ইনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-কে এক সেট করে সাদা কাপড় প্রদান করেন (বুখারী হা/৩৯০৬)। যুবায়ের ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বড় জামাতা ও আসমা (রাঃ)-এর স্বামী এবং 'আশারায়ে মুবাশশারাহর অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মহাবীর ছাহাবী ও আয়েশা (রাঃ)-এর পালিতপুত্র আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের স্বনামধন্য পিতা।

ফুটনোট

[1]. যাদুল মা'আদ ৩/৫১-৫২; হাকেম হা/৪২৭৪, ৩/৯-১০ পৃঃ, হাকেম ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; হাকেমে ১৬ লাইনের কবিতা এসেছে। দ্বিতীয় লাইন থেকে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন আছে। মিশকাত হা/৫৯৪৩ 'ফাযায়েল' অধ্যায় 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সীরাহ ১৬৮ পৃঃ, আলবানী 'হাসান' বলেছেন; সীরাহ ছহীহাহ ১/২১২-১৫।

[2]. বুখারী হা/৩৯০৬ 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৫; ইবনু হিশাম ১/৪৮৯-৯০।

[3]. বুখারী হা/৩৬১৫; মুসলিম হা/২০০৯; মিশকাত হা/৫৮৬৯ 'ফাযায়েল' অধ্যায় 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ। (ক) এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, সুরাক্বা বিন মালেক যখন তার রাবেগ এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন তোমার হাতে কিসরার মূল্যবান কংকন পরানো হবে? এ বক্তব্যটির সনদ মুরসাল বা যঈফ (মা শা-'আ ৮৫ পৃঃ)। বস্ততঃ হোনায়েন যুদ্ধের পরে জি'ইর্রানাতে এসে সুরাক্বাহ মুসলমান হন (ইবনু হিশাম ১/৪৯০)। অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৫ হিজরীতে যখন মাদায়েন বিজিত হয় এবং পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও অমূল্য রত্নাদি তাঁর সম্মুখে হাযির করা হয়, তখন তিনি সুরাক্বাকে ডাকেন ও তার হাতে কিসরার কংকন পরিয়ে দেন। এ সময় ওমরের যবান দিয়ে বেরিয়ে যায়- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سِوَارَىْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِى يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَعْرَابِىٌّ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ - 'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা! আজ সম্রাট কিসরার কংকন বেদুইন সুরাক্বার হাতে শোভা পাচ্ছে'। এ বক্তব্যটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ (মা শা-'আ ৮৫ পৃঃ)। উক্ত বিষয়ে ছহীহ বর্ণনা সেটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

(খ) আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, পথিমধ্যে বুরাইদা আসলামীর কাফেলার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। বুরাইদা ছিলেন একজন বীরপুরুষ ও নিজ সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি মক্কাবাসীদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে মুহাম্মাদের

মাথা নেওয়ার জন্য অনুসন্ধানে ছিলেন। কিন্তু শিকার হাতে পেয়ে তিনিই ফের শিকারে পরিণত হ’লেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কিছু কথাবার্তাতেই তার মনে দারুণ রেখাপাত করে এবং সেখানেই ৭০ জন সাথী সহ তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর মাথার পাগড়ী খুলে বর্শার মাথায় বেঁধে তাকে ঝান্ডা বানিয়ে ঘোষণা প্রচার করতে করতে চললেন, قَدْ جَاءَ مَلِكُ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ، لَيَمْلَأُ الدُّنْيَا عَدْلاً وَقِسْطًا ‘শান্তি ও নিরাপত্তার বাদশাহ আগমন করেছেন। দুনিয়া এখন ইনছাফ ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে’ (রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/৯০ পৃঃ; আর-রাহীক্ব ১৭০ পৃঃ)। ঘটনাটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল (ঐ, তা‘লীক্ব ১১৩-১১৬; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৫০)। এছাড়া মানছূরপুরী রাসূল (ছাঃ)-এর মু‘জেযা অধ্যায়ে বর্ণিত ২১টি ঘটনার মধ্যেও এটি আনেননি (রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ৩/১৩৮-৬২ পৃঃ)।

উল্লেখ্য যে, বুরাইদা আসলামী মক্কার বনু সাহম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি হিজরতকালে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ৭০ অথবা ৮০জন সাথী সহ ইসলাম কবুল করেন। বদর অথবা ওহোদ যুদ্ধের পরে মদীনায় আগমন করেন। এরপর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রায় ১৬টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হোদায়বিয়ার সফরে বায়‘আতুর রিযওয়ানে শরীক ছিলেন। তিনি প্রথমে মদীনা ও পরে বছরার অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়ার খিলাফতকালে (৬০-৬৪ হিঃ) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে খোরাসান গমন করেন। অতঃপর সেখানে মারভ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র সেখানেই থেকে যান (আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬৩২; আল-ইস্তী‘আব)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5357

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন